"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচারসাগর মন্থন করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্য গুলিকে স্পষ্ট করো"

*প্রশ্নঃ - ব্রহ্মা বাবা নিজের সাথে নিজে কি কথা বলেন? কোন বিষয়টি তাঁর কাছে ওয়ান্ডার (আশ্চর্যজনক) লাগে?

*উত্তরঃ - ব্রহ্মা বাবা নিজের সাথে কথা বলেন যে - জানিনা এমন কেন হয় যে, আমি ঘন ঘন শিব বাবাকে ভুলে যাই । এমনটা নয় যে - যখন বাবা এই দেহে প্রবেশ করেন তখন শুধু তাঁর কথা মনে থাকে আর যখন তিনি চলে যান তো তাঁর কথা ভুলে যাই। আমি তো তাঁর সন্তান, তাহলে তাঁর স্মৃতি ভুলে যাই কেন? তবে কি - যখন আমি তাকে স্মরণ করি, তখনই তিনি আসেন? এইভাবে ব্রহ্মাবাবা নিজের সাথে নিজে কথা বলতে বলতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । শিববাবা বসে তাঁর হারানিধি বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে, গীতার ভগবান প্রকৃতপক্ষে কে? কারণ এখন ভারত অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, অজ্ঞানতার অন্ধকার। তারপর আসবে জ্ঞানের আলোকময় দিবস। পরমপিতা পরমাত্মাকে মানুষ জ্ঞানের সাগর বলে মানে, নলেজফুল বলে স্বীকার করে। আচ্ছা, যদি তিনি জ্ঞানের সাগর হন, তাহলে তাঁর থেকে কি প্রাপ্তি হয়? নদীর অফুরন্ত জলে সকলে প্রাণভরে আনন্দে স্নান ইত্যাদি করেন। তোমরা জ্ঞানের সাগর থেকে কি প্রাপ্ত করো? কেবলমাত্র এক বিন্দু। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে - আমি জ্ঞানের সাগর, তোমাদেরকে এক বিন্দু প্রদান করি। কোন বিন্দু? শুধুমাত্র এটাই বলি যে - আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এ কথা নিশ্চিত জানবে যে - তোমরা নিজেদের ধাম শান্তিধাম-সুখধামে ফিরে যাচ্ছো।

জ্ঞানের সাগর তোমাদেরকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির স্থান বৈকুন্ঠে পাঠিয়ে দেন। তোমরা ঘরে বসে বসেই তাঁর কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ কর। মানুষ যখন একে অপরের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই তাকে দৃষ্টি দিতে পারে। ঘরে বসে বসেই বাবা তোমাদেরকে সাক্ষাৎকার করিয়ে নেন। এই একবিন্দু প্রাপ্তিতে তোমরা এই লৌকিক জগতের ঊর্ধ্বে গমন করো, এখানে ঘরে বসে বসেই তোমরা বৈকুন্ঠধামে ভ্রমণ করে আসো। এখন বাবা, এসব কথা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। গীতার ভগবান কে? তিনি হলেন - জ্ঞানের সাগর, নিরাকার। সাধারণ মানুষ এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা কীর্তন করে। এখন তোমাদেরকে কথা বোঝাতে হবে যে - শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান শোনাননি। প্রথমে বলা হয় যে - কংসপুরীতে, শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর আকাশে দৈববাণী হলো - ওহে কংস, তোমাকে যে বধ করবে, সে জন্মগ্রহণ করেছে। এ কথা তোমরা জানো যে সব হলো অসুর। কংস, জরাসন্ধ, অকাসুর, বকাসুর ইত্যাদি সকল পাপ আত্মাদের বিনাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছে দেখানো হয় । তো শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। সে তো শিশুমাত্র ছিল। তাহলে সে জ্ঞান প্রদান করলো কখন? তারা তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বড় রূপে দেখায়, ছোট শিশুরূপে দেখানো হয় না। ঠিক সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তীর পর, গীতা জয়ন্তী পালন করা হয়। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর যখন তিনি বড় হয়ে উঠলেন, নিশ্চয়ই তখনই এই গীতা জ্ঞান দিয়েছিলেন। দেখানো হয় - তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মের সময় দেখানো হয় - রাত্রি কাল। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, শিববাবার পধরামনী (ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করেছেন) হয়েছে । এ কথা কেউই জানে না যে, তাঁর আগমন কখন হয়েছে। শিববাবা তো ছোট শিশুরূপ ধারণ করেননি। তিনি ব্রহ্মাবাবার বয়ঃবৃদ্ধ বাণপ্রস্থ অবস্থার দেহে এসেছেন। তিনি কখন এসেছেন - তার কোনো ডেট নেই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর তিথি-তারিখ রয়েছে আর মাতৃগর্ভ থেকে তার জন্ম হয় । শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁকে ছোট শিশু রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই, যিনি আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান শোনাবেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল স্বর্গে, তিনি কাউকেই রাজযোগ শেখাতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই তো রাজা। তোমরা নিশ্চিত ভাবেই এ'কথা জানো যে, নিরাকার বাবা এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি পতিতদেরকে পবিত্র করে তাদেরকে রাজার রাজা বানিয়ে দেন।

লৌকিক জগতের রাত-দিন এবং এই অসীম জগতের রাত-দিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ হল সঙ্গম যুগ, যখন ব্রহ্মার রাত্রিকাল পূর্ণ হয়ে দিবসের সূচনা হয়। এখন এ হলো অসীমের রাত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ণ। সত্যযুগ আলোকময়। এখানে কোনো লৌকিক রাতের কথা হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাত্রি কালে পালন করা হয়। সে তো গেলো লৌকিক সীমিত জগতের কথা, এ হলো অসীম জগতের কথা। বাবা বলেন যে - আমি তো আসি, আমার এখানে আসার কোনো তিথি

তারিখ নেই, কৃষ্ণ-রাম ইত্যাদিদের নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্র রয়েছে। এরাই হলো মুখ্য দুই ।

এখন শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আসছে। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু মাত্র। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিনের কথা - এরই গায়ন রয়েছে। ব্রহ্মার অসীম এই দিবসে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয় এবং ব্রহ্মার অসীমের এই রাত্রিকালে ব্রহ্মার আগমন হয়। ব্রহ্মাই তো পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে আসেন। লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানে, তারা মনে করে যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং এই বিষয়েও তাদেরকে বোঝাতে হবে। লৌকিক লোকে যাকে শিবরাত্রি বলে, তোমরা তাকে বল শিবজয়ন্তী। শিবজয়ন্তী বলাটাই সঠিক। এই বিষয়েও বোঝানো যেতে পারে। শিব তো কোন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আসেন অতি সাধারণ দেহে। সত্য যুগে শ্রীকৃষ্ণের বংশপরম্পরা, ৮ পুরুষ ধরে চলতে থাকে। শৈশবকালে তাঁকে বলা হয় মোহন বা কৃষ্ণ। ঠিক যেমনভাবে লৌকিকে ওয়েলস এর প্রিন্স রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বসবেন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে, তিনি হবেন প্রিন্স অফ ইন্দ্রপ্রস্থ (ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকুমার) । তারপর তিনি প্রিন্স থেকে কিং হবেন (রাজকুমার থেকে রাজা হবেন) । তখন কৃষ্ণ নামে নয়, মহারাজার নামে গায়ন হয়। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে উঠবেন সত্য যুগের মহারাজা মহারানী। কিং শব্দটি একটি ইংরেজি শব্দ, প্রকৃত নাম হলো মহারাজা মহারানী। এমনটা কখনোই নয় যে, নারায়ণ এসে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন । স্বয়ম্বর সম্পন্ন হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন শ্রীনারায়ণ। কিন্তু জ্ঞানের সাগর শিবের নাম কখনো পরিবর্তিত হয় না, তাঁর একটাই নাম । তিনি যে রথে (দেহে) প্রবেশ করেন, সেটি বড় রথ। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার দেহে প্রবেশ করা মাত্রই জ্ঞান শোনানো শুরু করেছেন। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) তো কিছুই জানতেন না। বুঝতে পারা যেতো যে, তাঁর মধ্যে শিবাবার প্রবেশ হয়েছে, যিনি সাক্ষাৎকার করাচ্ছেন। নলেজ প্রদান করছেন। এই সাক্ষাৎকারের রহস্য অথবা এই জ্ঞান, প্রথমের দিকে ব্রহ্মাবাবা বুঝতে পারতেন না। বাবা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন - প্রথমের দিকে যখন বেনারসে গিয়েছিলেন দেয়ালে গোলাকার নানান রকমের চিত্র আঁকতেন, তখন তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না যে - এসব কি? তখন ব্রহ্মাবাবা যেন ছোট বেবী হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নতুন জন্ম হয়েছিল। অনেকেই বলে থাকে না যে - বাবা, আমরা তো তোমার মাত্র ৮-১০ মাসের সন্তান হয়েছি। সে অনুযায়ী ব্রহ্মাবাবাও বলতেন যে - আমিও তাঁর সন্তান হয়েছি। তিনি বলতেন যে - প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারতাম না, সেই সমস্ত জ্ঞানের কথা চিরাচরিত প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, বসে বসে না জানি কত কিছু লিখতাম। এখন তো শিখতে শিখতে কত বছর হয়ে গেছে! এখন শিব বাবার কথা বুঝতে পারি। বাবা বলেন - বাচ্চাদেরকে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে বোঝাতে হবে, এই বিষয়ে খুব সুন্দর উপযুক্ত চিত্র রয়েছে, সৃষ্টিচক্রের কল্পবৃক্ষে ব্রহ্মার চিত্রও রয়েছে। জ্ঞানের মাখন এখন তোমরা গ্রহণ করো - এই মাখন হলো বিশ্বের মালিকানার মাখন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে আসেন প্রালব্ধ নিয়ে - শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স, তারপর তাঁর সন্তানেরা প্রিন্স হবেন। এইসবই তাদের প্রালব্ধ, যা কলিযুগে ছিল না। সুতরাং এই সূর্যবংশীর প্রালব্ধ কে বানিয়েছেন? গায়ন রয়েছে যে - জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হলো আর অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশ হলো। শিব বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। এইভাবে এর কনট্রাস্ট (বৈপরীত্য) বোঝাতে হবে। দেখানো হয় যে - শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। এও বলা হয় যে সেই সময়ে কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদিরা ছিলেন। কিন্তু ওখানে (সত্যযুগে) তো কোনো রকমের অসুর থাকতে পারে না। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধের কথা দেখানো হয়। তাহলে নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্তিম সময়ে অসুররা ছিল আর সত্যযুগের আদিকালে দেবতারা ছিলেন । এই দুয়ের কোনো রকমের যুদ্ধ হয়নি। মহাভারতের লড়াই অবশ্যই হয়েছে। এখন এখানে দেবতারা তো থাকতে পারেন না। এখন অসুরদের সাথে অসুরদেরই যুদ্ধ চলছে। মুসলমানদের রাজত্বও দেখেছো। অবশ্যই যাদব কৌরব পাণ্ডবও রয়েছে ।

পাণ্ডবেরা হলো নন ভায়োলেন্স (অহিংসক) যোগবল যুক্ত। এখানে তো মানুষে-মানুষের শত্রুতার জন্য, রক্তের নদী বইতে থাকে । পার্টিশনের (দেশ ভাগ) সময় ভয়ানক রক্তের নদী বয়েছিল। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যুদ্ধ বেধেছিল, তা না হলে রক্তের নদী কেমন করে হবে? তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রের আঘাতে, তারা একে অপরের হত্যা করে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিল। আর এখন এ হলো সঙ্গমের সময়। রক্তের নদীর পর, সত্যযুগে এরপর দুধ-ঘি এর নদী বইবে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলো ছোট প্রিন্স । মানুষ তাঁর সম্বন্ধেও অনেক গ্লানি করেছে । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না, দেবতাদের উদ্দেশ্যে মহিমা কীর্তন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম... এই সকল মহিমা কখনো কোনো শিশুর হতে পারে না। সর্বদাই রাজা রানীর মহিমা কীর্তন হয়। তারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে আর কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কতো বড় ভুল করে দিয়েছে! লক্ষ্মী-নারায়ণের শৈশবের কাহিনীও কেউ বলতে পারে না। রাম সীতার শৈশবের গাথা কিছু না কিছু সকলেই বলতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু সঠিক কথাও তো বলা দরকার। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা কীর্তন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলাসম্পন্ন, সম্পূর্ণ

নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরমধর্ম। আচ্ছা, তাদেরকে এত সুন্দর রাজত্ব কে প্রদান করেছেন? মানুষের রেফারেন্স দিলেই লোকে কনফিউজড হয়ে যায় । লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা উঠলেই তোমাদের স্মৃতি সত্যযুগে চলে যায় । এ হলো নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার কথা। এই কাহিনীকে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠার কাহিনী বলা হয় না, একে বলা হয় সত্যনারায়ণের কথা। সত্য কৃষ্ণের কথা বলা হয় না। সত্য পিতা, জ্ঞানের সাগর এসে এইসব কথা শোনাচ্ছেন। এ হল সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিম সময়ের কথা। তাতে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও এসে যায় । তাঁদের ৮৪ জন্মের কথা এতে দেখানো হয়। শ্রী নারায়ণের এই কাহিনী শুনে ভবসাগর পার হয়। অবশ্যই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার সত্য কথা শোনাচ্ছেন। শ্রী নারায়ণ তো অনেক বড়, সম্মানীয় তাই না। স্বয়ম্বরের পূর্বে তাঁর নাম কি ছিল? স্বয়ম্বরের পূর্বেও কি তাদের নাম লক্ষ্মীনারায়ণই ছিল, নাকি অন্য কোনো নাম ছিল? তাঁরা ছিলেন রাধা কৃষ্ণ, স্বয়ম্বরের পর তাদেরই নামকরণ হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। বাবা এইরকম বিষয় (নিবন্ধ, essay) দেন তোমাদেরকে বিচারসাগর মন্থন করার জন্য । প্রথম নম্বর ভুল হলো এটাই । তোমরা জানো যে এখন হলো কলিযুগ, এখানে যাদব, কৌরব, পান্ডব সকলেই রয়েছে। কলিযুগের সময় চলছে, কলিযুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই শুরু হবে। বাবা বলেন যে - আমি গাইড হয়ে এসেছি, রাবণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, সকল আত্মাদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

গায়ন রয়েছে যে - আত্মা পরমাত্মা বহুকাল একে অপরের থেকে আলাদা ছিল... এমনটা নয় যে কৃষ্ণ বহুকাল আলাদা হয়েছিল। এই মহিমা হলো সেই নিরাকারের - যখন সৎগুরু হলেন দালাল, তখন সুন্দর মিলন মেলা হলো। এখন এখানে অনেক গুরু। গায়ন রয়েছে যে - সদ্ গুরু হলেন দালাল... সত্য পরমপিতা পরমাত্মা দালাল রূপে এসে মিলন করেন। কোনো বিষয়ে লেনদেনের সওদা হয় দালালের মাধ্যমে। এখানে পরমাত্মার সাথে আত্মার গাঁটছড়া বাধা হয়। আত্মা আর পরমাত্মা হলো ভিন্ন। পরমাত্মা তো নিরাকার, তিনি এসে এঁনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন। তিনি স্বয়ং দালাল হয়ে আসেন। তিনি বলেন - আমি পরমপিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো। তিনি ব্রহ্মা বাবার শরীরে এসে বলেন যে - মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে মায়া রাবণের থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে সাথে নিয়ে যাবো, তোমাদেরকে পুনরায় রাজত্ব প্রদান করে আমি নিজে নির্বাণধামে চলে যাবো। কৃষ্ণ কখনোই এমনটা বলবে না, এ তো হলো আত্মা আর পরমাত্মার কথা। কৃষ্ণ তো হলো ছোট বাচ্চা। এই জ্ঞানের রহস্য, খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, কিভাবে ব্রহ্মা বাবার শরীরে তাঁর প্রবেশ হলো। তখন ব্রহ্মাবাবা বুঝতে পারলেন যে - আমি রাজার রাজা হবো। তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার দর্শন লাভ করলেন আর হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার হলো। তারপর তিনি বিনাশেরও সাক্ষাৎকার করেছিলেন। কিন্তু ততটা ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। এখন তিনি বোঝেন যে, শিববাবা এই সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, তিনি বলছিলেন যে, তুমি নর থেকে নারায়ণ হবে। কিন্তু সেই সময় এতটা বোঝার অবস্থায় তিনি ছিলেন না। যেমনভাবে ব্রহ্মাবাবা রাত্রে বলেছিলেন - জানিনা কেন, মাঝে মাঝে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এমন তো নয় যে - যখন বাবা এসে এই দেহে প্রবেশ করেন, তখন বুঝতে পারি যে, বাবা এসেছেন মনে থাকে আর বাবা চলে গেলেই তাঁর কথা ভুলে যাই। যখন কোনো পয়েন্ট শোনান তখন ফিল (অনুভব) করতে পারি যে, অসীম জগতের বাবা এসে সেসব শোনাচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজেই তা ভুলে যাই। তবে কি যখন আমার স্মরণে থাকে তখনই তিনি আসেন? তবে কি বলা যায় যে - আমি বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করি? তিনি আসেন এই দেহে কিন্তু এতে সকলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাঁকে স্মরণ করাই প্রধান বিষয়। তিনি আসুন বা না আসুন, বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - গীতা জয়ন্তীর পরেই হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। সবার প্রথমে হয় শিবজয়ন্তী তারপর গীতা জয়ন্তী এবং তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব হলেন সর্বোপরি। তিনি এক মুহূর্তে এসে গীতা শুনিয়ে যান। তিনি ছোট একেবারেই নন। এইসব ব্যাপারে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত যে - কিভাবে আমরা বোঝাবো?

প্রথমে খেয়াল করো - শিব কাকে বলা হয়, যার রাত্রি পালন করা হয় । সত্যযুগ হলো শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ অবশ্যই বাবাই দেবেন, তিনি হলেন নলেজফুল। আর কাউকেই নলেজফুল বলা যায় না। গড ইজ নলেজফুল, রচয়িতা, বীজরূপ। তিনি এই ড্রামার নলেজ শোনাচ্ছেন। ড্রামা কখন শুরু হয় আর কখন সম্পূর্ণ হয় - তা কেউই জানে না। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তিম সময় পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হতে থাকে - তা কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। এসব কথা সেই বলতে পারেন যিনি নিজে ত্রিকালদর্শী। সেই এক (শিব বাবা) ছাড়া আর কেউই ত্রিকালদর্শী নয়। তিনি তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) মাস্টার নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মধ্যে যে প্রধান পার্থক্য রয়েছে সেগুলিকে স্পষ্ট করে, সকলকে নিবিড় অন্ধকার থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে।

২ ) বাবা এরকম যে সকল বিষয় (নিবন্ধ) দিয়ে থাকেন, সেই বিষয়ের ওপরে বিচারসাগর মন্থন করতে হবে। উপায় বার করতে হবে যে কিভাবে অন্যদেরকে বোঝানো যায়।

*বরদানঃ-* বুদ্ধির চমৎকারিত্বের দ্বারা আকারে সাকারের অনুভব করে দিলারামের দিলরুবা ভব

অনেক বাচ্চারাই পরে এলেও, আকার রূপের দ্বারাও সাকার রূপের অনুভব করে থাকে। তাদের অনুভব থেকে তারা বলতে থাকে যে - আমরা সাকারে তাঁর পালনা নিয়েছি আর এখনো তা গ্রহণ করছি। সুতরাং আকার রূপে সাকারের অনুভব করা - এ হলো বুদ্ধির একাগ্রতা এবং স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। এও তো বুদ্ধির চমৎকারিত্বের প্রমাণ। এইরকম বাচ্চারাই তো দিলারাম বাবার সমীপে দিলারামের দিলরুবা হয়ে থাকে, তাদের হৃদয়ে সর্বদা এই সংগীত অনুরণিত হতে থাকে - বাঃ, আমার বাবা বাঃ।

*স্লোগানঃ-* ত্যাগী আত্মার প্রতিটি কর্ম এবং কদমে সফলতা সমাহিত হয়ে আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;